ইত্তেফাক

তারিখ ... 2।3।86 ... ...
পৃষ্ঠা... ... ... 1 কলাম ... 1 ... ...

সরকারী প্রেসনোট

(১ম পৃঃ পর)

শৃংখলা পরিস্থিতি মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়।

পহেলা মার্চ সকালে এই সকল রাজনৈতিক দলের কিছু-সংখ্যক সমর্থক সামরিক আইন লংঘনপূর্বক লাঠি, বিস্ফোরক এবং অন্যান্য মারাত্মক অস্ত্রে সজ্জিত হইয়া ঢাকা নগরীর বিভিন্ন স্থানে উচ্ছৃংখল মিছিল বাহির করে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্তব্যরত সদস্যগণ বেআইনী জনতা ছত্রভঙ্গ করিবার চেষ্টা করিলে মারমুখী মিছিলকারীরা ইট-পাটকেল, বিস্ফোরক প্রভৃতি দ্বারা তাহাদের আক্রমণ করে।

ফলে সাতাস জন পুলিশ আহত হন। ইঁহাদের মধ্যে ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশের একজন সিনিয়র অফিসার এবং দুইজন আনসার আছেন।

মারমুখী জনতা বিআরটিসি বাসসমূহের ক্ষতি করে এবং ইউনিসেফের একটি জীপ ও একজন সাংবাদিকের মোটর সাইকেলসহ যানবাহনে আগুন ধরাইয়া দেয়।

বেলা প্রায় ১০টার দিকে বিপুলসংখ্যক ছাত্র এবং মারমুখী অন্যান্য লোক ময়মনসিংহ রোডে আর্ট কলেজের সামনে জড়ো হয় এবং সোহরাওয়ার্দী উদ্যানস্থ পুলিশ কন্ট্রোলরুম চত্বরে পুলিশের একটি ব্যারাকে আগুন ধরাইয়া দেয়। ইহাতে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি হয়। পুলিশ কাঁদানে গ্যাস এবং লাঠিচার্জ দ্বারা জনতা ছত্রভঙ্গ করে।

সকাল ১১টার দিকে একদল গুণ্ডা ও ছেলে-ছোকরা আজিমপুরে ইডেন গার্লস কলেজের কাছে জড়ো হয় এবং ধ্বংসাত্মক তৎপরতায় লিপ্ত হয়। পুলিশ লাঠি চালাইয়া ও কাঁদানে গ্যাস ছুঁড়িয়াও জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে ব্যর্থ হয়।

গুণ্ডারা জোরপূর্বক নিকটবর্তী একটি সরকারী অফিসে ঢুকিয়া পড়ে ও অফিস তছনছ করে এবং আসবাবপত্র ও বাইরে দাঁড় করানো দুইটি গাড়ীসহ সম্পত্তিতে অগ্নিসংযোগ করে।

পরিস্থিতি অত্যন্ত গুরুতর দেখিয়া এবং জনতাদ্বারা সম্পূর্ণ পরাভূত হওয়া এড়ানোর জন্য কর্তব্যরত পুলিশ দল কয়েক রাউণ্ড গুলী ছুঁড়িতে বাধ্য হয়। যাহার ফলে প্রায় ১২ বছর বয়সে অজ্ঞাত পরিচয় একটি বালকের মৃত্যু ঘটে। মারমুখী জনতা ছত্রভঙ্গ করার জন্য লাঠিচার্জ ও কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া অকার্যকর প্রমাণিত হওয়ায় পুলিশ আবদুল গনি রোডের পশ্চিম প্রান্তসহ আরও কয়েক স্থানে গুলী ছুঁড়িতে বাধ্য হয়। অবশ্য এসব গুলীতে কেহ হতাহত হয় নাই।

ঘটনার সহিত জড়িত কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। একটি অমূল্য মানবজীবন হারানোর ঘটনায় গভীর দুঃখ প্রকাশ করিয়া সরকার উহার কাংক্ষিত লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থা এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় দৃঢ়তার কথা পুনর্ব্যক্ত করিতে চাহেন। সরকার আন্তরিকভাবে আশা করেন যে, সার্বিক জাতীয় স্বার্থে এই সকল লক্ষ্য বাস্তবায়নে সংশ্লিষ্ট সকলে স্বীয় ভূমিকা পালন ও সহযোগিতা করিবেন।

ছাড়ানতে আগুন ধরাইয়া দেওয়া হয়। এই সময়ে বাংলাদেশ টাইমসের ফটোগ্রাফার রফিকুর রহমানের সুজুকী মোটর সাইকেল (ঢাকা-ব ৩১৩১) পোড়াইয়া দেওয়া হয়।

সকাল সাড়ে ৭টা হইতেই সায়েন্স ল্যাবরেটরী সড়কের মুখে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মসজিদের দিক হইতে ও চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ের সম্মুখে ছাত্র-ছাত্রীদের ভীড় জমিতে থাকে। ৮ টার পরে পুলিশ প্রধান সড়কে ব্যারিকেড সৃষ্টি করিলে বিক্ষুব্ধ লোকজন ইটপাটকেল নিক্ষেপ শুরু করে। এক পর্যায়ে সকাল পৌনে ১০টা নাগাদ বিক্ষুব্ধ কিছু লোক পুলিশ ছাউনীতে হানা দিলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ও ২২ দলের অন্যান্য সমর্থক পলাশী মোড়, নীলক্ষেত, শিক্ষা ভবন মোড় ও শাহবাগস্থ কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে সকাল হইতে অবস্থান নেয়। মধ্যরাতেই এইসব স্থানে মজবুত ব্যারিকেড রচনা করা হয়। সকাল পৌনে ১০ টায় কেন্দ্রীয় পাবলিক লাইব্রেরীর সামনে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। ছাত্র ও অন্যরা পুলিশের প্রতি ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। পুলিশ প্রথমে কাঁদানে গ্যাস ও পরে ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। শাহবাগে ছাত্র পুলিশ সংঘর্ষের পর পুলিশ-ছাত্র জনতাকে তাড়া করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় লইয়া যায়। পুলিশ কলাভবন ও মধুর রেস্তোরাঁর আশপাশ হইতে কয়েকজনকে ধরিয়া লইয়া যায়।

পলাশীর মোড় হইতে সকাল বেলা পুলিশ ছাত্রদের তাড়া খাইয়া পশ্চিম দিকে সরিয়া যায়। ২নং পলাশীতে সকালে একদল তরুণের কবলে পড়িয়া পুলিশ একটি ফাঁকা গুলী ছোঁড়ে। বেলা সাড়ে ১০টার পর পলাশী ব্যারাকস্থ সেনাবাহিনী রিক্রুটিং সদর দফতরে কিছু লোক ঢুকিয়া পড়ে। জিনিসপত্র তছনছ ও লুট করার পর এই দপ্তরটিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। পুলিশ ছাত্র-জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য কয়েক রাউণ্ড গুলী ছোঁড়ে। গুলীতে সাইফুল ইসলাম (৮) ঘটনাস্থলেই মারা যায়। পরে দমকল বাহিনীর লোকজন যাইয়া বিডিআর ও পুলিশের উপস্থিতিতে আগুন নিভায়।

মেডিকাল কলেজ হোস্টেলের সম্মুখে সকাল সাড়ে আটটার দিকে একটি জীপ পুড়িতে দেখা যায়।